দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 26 APR 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

47

শিক্ষাঙ্গন

সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত সে জাতি তত বেশী উন্নত। সুশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের সম্পদ। দেশের স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে মানুষ গড়ার কারখানা এবং শিক্ষকগণকে মানুষ গড়ার হাতিয়ার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে জাতি সকল বিতর্কের উর্ধ্বে পবিত্র স্থান হিসেবে দেখতে চায়।

কিন্তু আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি দেশের বৃহত্তম বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বেড়েই চলেছে। আর এ সন্ত্রাসী কার্যকলাপের নির্মম শিকার হয়ে অনেক তরুণ ছাত্র অকালে মৃত্যুবরণ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সেশন জট বৃদ্ধি পেয়েছে। চার বছরের কোর্স সাত বছরেও শেষ হতে চায় না। সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে এ ক্ষতি আমাদের জাতীয় ক্ষতি।

কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে এ সন্ত্রাসী তৎপরতা সাময়িকভাবে বন্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রকৃত সমস্যা উপলব্ধি না করে কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। আশার কথা বর্তমান সরকার সন্ত্রাস বন্ধ করতে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠন করেছেন।

রাজনৈতিক মত-পার্থক্য শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টির অন্যতম কারণ হলেও অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রেষারেষি সন্ত্রাসের জন্ম দেয়।

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার কোন অবকাশ বা যুক্তি নেই। ছাত্ররা অতীতেও রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল, এখনও রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ করে বাংলাদেশের মত সমস্যাবহুল রাষ্ট্রের ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন রয়েছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৯০-এর গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্র সমাজ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। দেশের যে কোন সমস্যা সমাধানে ছাত্ররাই প্রথমে এগিয়ে আসে। তাই ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

একথা সত্য যে, ছাত্র সংগঠনগুলো মূলত জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর অংগ সংগঠন। কাজেই ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে মত-পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। তবে সদিচ্ছা থাকলে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে যতদূর সম্ভব মত-পার্থক্য কমিয়ে একটি সমঝোতা তথা সহনশীল সহ-অবস্থান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এ সহনশীল সহ-অবস্থান যেমন ছাত্র সমাজের জন্যে মঙ্গলজনক তেমনি গোটা জাতির জন্যও। প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই কোন কোন ক্ষেত্রে একটি জাতীয় ঐক্যমত রয়েছে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের নেতা-নেত্রীদেরকে উদার চিত্তে এগিয়ে আসা উচিত।

আমরা লক্ষ্য করছি— বর্তমান নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর তথা নয়া মন্ত্রী সভা গঠন করার পর এ সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সৃষ্টি হওয়ার মত অবস্থা কি সত্যই বিরাজমান? একটি গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দেশবাসী আশা করেছিল বিরোধী দলসমূহ গঠনমূলক ভূমিকা নিয়ে দেশের যে কোন সমস্যা সমাধানে সরকারী দলকে সহায়তা করবে। কারণ জনগণ বিরোধী দলসমূহকেও ভোট দিয়েছে। কাজেই তাদেরও জনগণের প্রতি কর্তব্য রয়েছে। কিন্তু নির্বাচনের পর একটি বৃহৎ বিরোধী দল বিভিন্ন সময়ে উস্কানিমূলক অগণতান্ত্রিক আচরণ করছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও উস্কানির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কি-না তা সচেতন জনগণের ভেবে দেখা প্রয়োজন। যদি তাই হয় তবে তা হবে খুবই দুঃখজনক। জনগণের রায়কে মেনে নিয়ে পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করাই গণতন্ত্রের মূল কথা। আমরা আশা করি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ করতে সরকারী দল, সকল বিরোধী দল এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংগঠনসমূহ উদার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পবিত্র স্থান। আমরা এখানে রক্তপাত দেখতে চাই না।

—মোঃ আবদুল হামিদ খান